আইসিটি শিল্প বিকাশে ডিজিটাল সাম্য

এএইচএম মাহফুজুল আরিফ
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কমপিউটার সোর্স লিমিটেড

ঘর আগে না ঘরের আসবাবপত্র? সড়ক আগে না গাড়ি? নিশ্চয় ঘর এবং সড়ক। কেননা ঘর না থাকলে আসবাবপত্র রাখবেন কোথায়। সড়ক না থাকলে গাড়ির কোনো মূল্য নেই। একইভাবে কমপিউটার ছাড়া সফটওয়্যার যেমন তৈরি করা যায় না, তেমনি ইন্টারনেটও থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের ব্যবহৃত ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাব, ফ্যাবলেট, রাসবেরি পাই এবং স্মার্টফোন– সবই কমপিউটারের গোত্রের একেকটি সংস্করণ। হালের স্মার্টওয়াচ, স্মার্টগ্লাস এবং অগমেনটেড রিয়েলিটি এর কোনোটাই কমপিউটিংয়ের বাইরে নয়। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে ডুবোজাহাজ; কৃষি-ব্যবসায়, শিক্ষা-গবেষণা, চিকিৎসা-চিত্রকলা, ক্রীড়া-বিনোদন– সর্বত্রই কমপিউটার বিদ্যমান। প্রয়োজন অনুযায়ী নানা মাত্রিকতায় ব্যবহৃত এই কমপিউটারের ব্যাপ্তি ক্রমেই বাড়ছে। এর ব্যাপ্তি যেনো জীবনের প্রতি পলে ছড়িয়ে যেতে পারে সেই প্রচেষ্টা কিন্তু জোরেশোরেই চলছে। ইন্টারনেট অব থিংস এখন বাস্তবতায় পর্যবসিত হচ্ছে। জীবন-যাপনে নিয়ে আসছে শৈল্পিকতার ছোঁয়া।

কিন্তু এই বাস্তবতার সাথে আমরা কি পারছি সমানতালে হাঁটতে? না কি মাঝপথে খেই হারিয়ে ফেলছি? আমার মনে হয়, ডিজিটাল বাংলাদেশ কুচকাওয়াজে আমরা মাঝপথে এসে কিছুটা কেন্দ্রচ্যুত হয়েছি। ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছি। অনেক ক্ষেত্রেই ঘোড়ার আগে লাগাম জুড়ে দিয়েছি। ধারণাগত স্থূলতায় এখনও মার খাচ্ছি। ডিজিটালায়ন যেখানে যূথবদ্ধ করে, সেখানে আমরা বিভাজিত হচ্ছি। হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, টেলিকম এবং আইএসপি– এই চারটি খাতে বিভক্ত হয়ে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের যে রূপকল্পটি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি, এর মধ্যে দিন দিনই শূন্যতা বাড়ছে। অসমন্বিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দিন দিনই দৃশ্যমান হচ্ছে। বাইনারি ডিজিট ১ ও ০ যে যার মতো চলতে চলতে ক্লান্ত হচ্ছে। এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে এই শূন্যতা আরও প্রকট হবে। এর ফলে পোশাক শিল্পকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় অচিরেই বুমেরাং হতে পারে।

সমন্বয় ও স্বতন্ত্র বাজেট

আইসিটি খাতকে শিল্প মর্যাদায় উন্নীত করতে হলে আমাদের সবার আগে খুঁজে বের করতে হবে শিল্প বিকাশের পথের অন্তরায়গুলো। এরপর

ডিজিটাল শিল্প

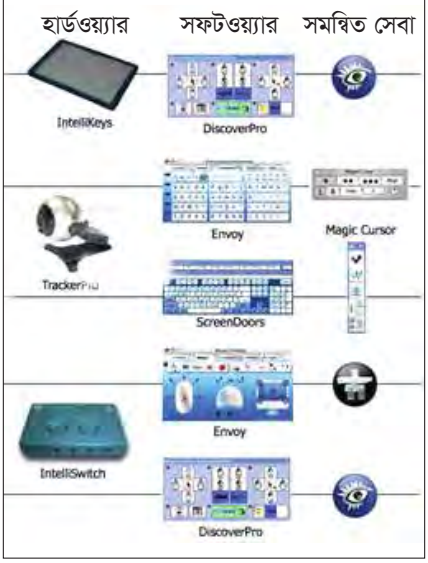

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যমান খাতগুলোর মধ্যে একটি 'সমন্বিত উন্নয়ন চক্র' রচনা করা যেতে পারে। বাজার ও বাস্তবতার নিরিখে এই চক্রকে গতিশীল করতে হলে প্রণোদনা ও বাজেট সুস্পষ্ট হতে হবে। বাজেটে আইসিটি নামে একটি স্বতন্ত্র খাত সৃষ্টি করা না হলে উন্নয়ন বাজেটে বছর বছর বরাদ্দ করা অর্থ ঈপ্সিত সুফল বয়ে আনবে না। আবার রেশনিং ভিত্তিতে ডিজিটাল প্রণোদনা প্যাকেজ সুস্পষ্ট না হলে ব্যয় ও অপচয় বাড়বে। তখন আমাদের আটপৌর জীবনে ডিজিটাল সুবিধা-ভোগ প্রবণতা বাড়লেও উৎপাদনমুখী হওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারের অভাবে সফটওয়্যারগুলো বাজার হারাবে। প্রযুক্তিসেবার

ডিজিটাল সাম্য

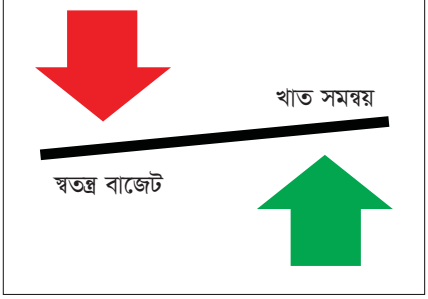

বিকাশ না হলে টেলিকম ও আইএসপি খাতটি মুখ থুবড়ে পড়বে। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বাজার গবেষণার মাধ্যমে নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন এবং চেতনাগত উন্নয়নসাধন করাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর শিল্পায়নের নিরিখে হার্ডওয়্যার খাতকে এককভাবে মূল্যায়ন করাটা মোটেই সঙ্গত হবে না। একইভাবে এই মৌলিক খাতটিকে উপেক্ষা করে অপরাপর খাতকেও বিকশিত করা সম্ভব নয়। তাই ডিজিটাল শিল্প বিকাশের স্বার্থে এই মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর মধ্যে 'ডিজিটাল সাম্য' সবচেয়ে জরুরি। বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি, বেসিস, আইএসপিএবি, অ্যামটব এবং অপরাপর সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি ডিজিটাল অ্যালায়েন্স গঠন করা এখন সময়ের দাবি। এই অ্যালায়েন্স সমন্বিতভাবে সরকারের কাছে বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করার পাশাপাশি ব্যবসায় ও শিল্পবান্ধব বিধি প্রণয়ন, সংযোজন ও সংশোধনে ভূমিকা রাখবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করবে। তা না হলে এই খাতটিকে শিল্প পর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলা দুরূহ হয়ে পড়বে।

ডিজিটাল রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ

জীবনযাত্রায় ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভয়কে জয় করা এই সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল দুনিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হয়। যার নজির আমাদের সামনে কম নেই। চলতি সময়ে ব্যাংকের বুথ থেকে কার্ড স্ক্যামিং ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের প্রতি অনেকের মধ্যেই ভীতির সঞ্চার করেছে। এমন পরিস্থিতিতে প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহারে সতর্কতা বাড়ানোর পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের পরিত্রাণ পেতে ২৪ ঘণ্টার সহায়তা সেল গঠন করা এখন সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি রূপান্তরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই তাৎক্ষণিক সেবার দরজা উন্মুক্ত রাখতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে বহুমুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সেবাদাতাদেরও দক্ষতা অর্জনে নিয়মিত উদ্যোগ নিতে হবে। সর্বোপরি ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে তৃণমূলে কাজ করতে হবে। একই সাথে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে ডিজিটাল ডিভাইস ও সেবাগুলো সাধারণের হাতের নাগালে আনতে প্রান্তিক পর্যায়ে ডিজিটাল সরাইখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এই সরাইখানায় প্রয়োজনীয় সব ডিজিটাল ডিভাইস থাকবে, সেগুলো সবাই ফ্রি ব্যবহার করতে পারবে। ▶